ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
POSTS & TELECOMMUNICATIONS DIVISION
ডিজিটাল বাংলাদেশ
Digital Bangladesh

টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস)

ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদন, সংযোজন ও সরবরাহকারী একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর কার্যালয়, টঙ্গী, গাজীপুর ১৭১০
E-mail: info@tss.com.bd, Website: www.tss.com.bd, Fax: 02-9812700

Telephone Shilpa Sangstha Ltd.
উন্নত মান ও বিশ্বস্ত সেবার

টেশিস এ উত্তম চর্চা ও চ্যালেঞ্জ, সমস্যা নিরসন সম্পর্কিত প্রতিবেদন।

টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস) ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদন, সংযোজন ও সরবরাহকারী একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান। টেলিযোগাযোগ সেক্টরে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন সরকার ও মেসার্স সিমেন্স এজি, পশ্চিম জার্মানি এর সাথে যৌথ উদ্যোগে টঙ্গীতে 'টেলিফোন ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন' প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে টেলিফোন শিল্প সংস্থা (টেশিস) নামকরণ হয়। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে সিমেন্স সকল শেয়ার ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় কে হস্তান্তর করে। ২০১০ খ্রিস্টাব্দে টেশিস রেজিষ্ট্রার অব জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানিতে নিবন্ধিত হয়। প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদিত মূলধন ৫০০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ৮.৬৮ কোটি টাকা। শুরুতে টেশিসের পণ্য ছিল এনালগ টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, পিএবিএক্স, টেলিফোন সেট ও সংশ্লিষ্ট যাবতীয় যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ।

২০০৮ খ্রিস্টাব্দে সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণ কর্মসূচির ডাকে সাড়া দিয়ে টেশিস ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদন/সংযোজন এর কঠিন চ্যালেঞ্জ নিয়ে উত্তম এক চর্চায় ব্রতী হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা ও রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক পৃষ্টপোষকতায় বিভিন্ন প্রতিকূলতা আর সমস্যার পাহাড় ডিঙ্গিয়ে টেশিস স্বল্পতম সময়ে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণে উন্নয়ন সহযোগী হবার পূর্ণ সক্ষমতা অর্জন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১১ অক্টোবর, ২০১১ খ্রিঃ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দোয়েল (DOEL) ব্র্যান্ড টেশিস ল্যাপটপের শুভ উদ্বোধন করেন। শুরু হলো ডিজিটাল সেক্টরে টেশিসের পদার্পণ। একে একে টেশিসের পণ্য সম্ভারে বিভিন্ন ডিজিটাল ডিভাইস যোগ হতে থাকলো। টেশিসের বর্তমান উৎপাদন/সংযোজন তালিকায় রয়েছে ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, নোটবুক, ট্যাব, বায়োমেট্রিক ডিভাইস, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, স্মার্ট হোয়াইট বোর্ড, সাউন্ডবক্স, স্মার্ট এনার্জি মিটার, ডিজিটাল পিএবিএক্স/কলসেন্টার/ইন্টারকম, ডিজিটাল টেলিফোন সেট/স্টেনো, মোবাইল সেটের ব্যাটারি/চার্জার ইত্যাদি।

অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদন/সংযোজন এ টেশিসের এ অর্জন ছিল এবং আছে বহুবিধ চ্যালেঞ্জ, প্রতিকূলতা আর সীমাবদ্ধতা। ডেল, আসুস, এইচপি, আপেল এর মত বিশ্বখ্যাত ব্রান্ডের পণ্যের সাথে পাল্লা দিয়ে দেশীয় পণ্য দোয়েল ব্যান্ড প্রতিযোগিতামূলক বর্তমান উন্মুক্ত বাজারে জায়গা করে নেয়া একটা কঠিন চ্যালেঞ্জের বিষয়। ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত টেশিসের প্রোডাকশন প্লান্টগূলোর আধুনিকায়ন, ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন, লোকবলকে ট্রেইন্ডআপ করে গড়ে তোলা, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, আর্থিক সক্ষমতা প্রভৃতি অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

টেশিসের সামনের এসব চ্যালেঞ্জ নিরসনে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের নির্দেশনায় টেশিস কাজ করে যাচ্ছে। "টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টিএসএসএল) এর আধুনিকায়ন এবং উৎপাদন ও সংযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ" শিরোনামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসমৃদ্ধ দক্ষ জনবল গড়ে তোলার নিমিত্তে টেশিসের জন্য একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী অর্গানোগ্রাম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন আছে।

টেশিসের উল্লেখযোগ্য উত্তম চর্চা ও চ্যালেঞ্জ, সমাধানের তথ্যাদি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১। অফিসে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ:

(ক) Fingerprint Time Attendance System স্থাপনের মাধ্যমে যথাসময়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসে উপস্থিতি এবং অফিসকালীন পূর্ণ সময়ে দপ্তরে হাজিরা নিশ্চিত করা হচ্ছে। এতে সময়মত অফিসে উপস্থিতি বেড়েছে। উৎপাদনশীলতা বেড়ে যাওয়ায় প্রতিষ্ঠান সরাসরি এর সুফল পাচ্ছে।

(খ) পূর্বের প্রবর্তিত ম্যানুয়েল রেজিস্টার খাতার প্রয়োজন পড়ছে না। লোকবল এবং সময়ের অপচয় রোধ হচ্ছে।

চ্যালেঞ্জ:

- Fingerprint Time Attendance System এর সাথে কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের পরিচিতি ঘটানো এবং উক্ত ব্যবস্থার সাথে অভ্যস্থ করে গড়ে তোলা।

সমস্যা নিরসন:

- Fingerprint Time Attendance System এর সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অফিস আদেশ প্রদান করা হয়েছে।
- সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য নিরবিচ্ছিন্ন বৈদ্যুতিক উৎস ও অনলাইন ইউপিএস এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- মেনুয়েল রেজিস্টার হতে ইনপুট দেয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে।
- কারিগরি ত্রুটি নিরসনে ২ জনকে প্রশিক্ষণ করানো হয়েছে।

২। বিদ্যুত সেক্টরের বিলিং-এ উন্নত গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকরণঃ

দেশের বৃহৎ সেবাখাত বিদ্যুৎ বিভাগের বিলিং সিস্টেমে উত্তম সেবা নিশ্চিতকরণে টেশিস ডিপিডিসি, ডেসকো এবং বিআরইবি তে স্মার্ট এনার্জি মিটার সরবরাহ করছে। এ মিটার ব্যবহারে গ্রাহক মোবাইল ফোন থেকে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে পারছেন।

চ্যালেঞ্জ:

স্মার্ট এনার্জি মিটার সংযোজনের জন্য উপযুক্ত প্লান্ট তৈরী, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো (ফ্লোর-স্পেছ, স্টোর ইত্যাদি), এজন্য উপযুক্ত Strategic Parter এবং যুতসই প্রযুক্তি, কৌশলগত চুক্তি সম্পাদন, বিনিয়োগ, জনবল প্রভৃতি সমস্যা বিশাল চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়।

সমস্যা নিরসন:

সকল চ্যালেঞ্জ সমাধান করে টেশিস হতে ইতোমধ্যে ডিপিডিসি, ডেসকো এবং বিআরইবি তে প্রায় ৩ লাখ স্মার্ট এনার্জি মিটার সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে এবং ২ লাখ মিটার সরবরাহ প্রক্রিয়াধীন আছে।

৩। উন্নত গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকরণঃ

গ্রাহকদের সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়ে দ্রুততার সাথে সমস্যা সমাধান করা যাতে কোনো গ্রাহক কোন প্রকার ভোগান্তির সন্মুখীন না হয়।

চ্যালেঞ্জ:

দীর্ঘদিন নিয়োগ বন্ধ থাকায় লোকবল সংকট রয়েছে। লোকবলের অভাবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সময়মত গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকরণ।

সমস্যা নিরসন:

টেশিসের জন্য একটা যুগোপযোগি অর্গানোগ্রাম প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন আছে। এটি বাস্তবায়ন হলে লোকবল সংকট নিরসনের মাধ্যমে গ্রাহক সেবার মান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

৪। নৈতিকতার উন্নয়নঃ

(ক) ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত "নৈতিকতা উন্নয়নে করণীয়" শীর্ষক লিফলেট টেশিস এর গুরুত্বপূর্ণ সকল স্থানে বণ্টন ও টাঙ্গিয়ে দেয়া হয়েছে।

(খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নৈতিকতা সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন, পূর্বের তুলনায় নৈতিকতা বিষয়ক ইতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে।

চ্যালেঞ্জঃ

উত্তম নৈতিকতা চর্চার জন্য আরো প্রশিক্ষণ এবং এ চর্চার প্রেষণা হিসেবে পুরস্কার প্রদানের প্রথা চালু করা।

সমস্যা নিরসন:

উত্তম চর্চার আরো প্রশিক্ষণ এবং পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৫। অফিসিয়াল কাজে ই-মেইল ব্যবহার, ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ এবং ওয়েবসাইটে বিভিন্ন তথ্য উন্মোচনঃ

ক) অফিসে অভ্যন্তরীণ কাজে এবং অন্যান্য সকল দপ্তরে পত্র যোগাযোগ ও তথ্য বিনিময় ই-মেইল এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। ফলে দ্রুততম সময়ে বিভিন্ন দাপ্তরিক কাজ সম্পাদিত হচ্ছে।

(খ) ওয়েবসাইট হালনাগাদ করে সেবা গ্রহীতাদের জন্য সিটিজেন চার্টারসহ বিভিন্ন তথ্য উন্মোচন করা হচ্ছে। ইন্টারনেট ভিত্তিক তথ্য উন্মোচনের ফলশ্রুতিতে সেবা গ্রহীতাগণ ঝামেলাহীনভাবে এবং দ্রুততম সময়ে সেবা গ্রহণ করতে পারছেন।

চ্যালেঞ্জঃ

(ক) শতভাগ কর্মকর্তা/কর্মচারীকে **ই-মেইল ব্যবহার, ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ এবং ওয়েবসাইটে বিভিন্ন তথ্য বিষয়ে প্রশিক্ষিত করণ।**

(খ) বিআরটি প্রকল্প (এয়াপোর্ট-গাজীপুর) এর কাজে অপটিক ফাইবার প্রায়শ: বিচ্ছিন্ন হয়ে টেশিস ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকছে।

সমস্যা নিরসন:

(ক) কর্মকর্তা/কর্মচারীকে **ই-মেইল ব্যবহার** ও **ওয়েবসাইট** বিষয়ে অধিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আগ্রহ ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।

(খ) সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সহযোগিতা গ্রহন এবং দ্রুতগতির অল্টারনেট ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান।

টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস)

ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদন, সংযোজন ও সরবরাহকারী একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান

ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর কার্যালয়, টঙ্গী, গাজীপুর ১৭১০

E-mail: info@tss.com.bd, Website: www.tss.com.bd, Fax: 02-9812700

উন্নত মান ও বিশ্বস্ত সেবার

৬। পরিবেশ দূষণ রোধ ও টেশিস এর অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য রক্ষা:

ক) টেশিসকে ধূমপান মুক্ত এলাকা ঘোষণা করে সকল শাখায় "ধূমপান নিষেধ" শীর্ষক লিফলেট টানিয়ে দেয়া হয়েছে।

খ) যেখানে সেখান বর্জ্য ফেলা রোধে পর্যাপ্ত সংখ্যক ছোট আকারের ডাস্টবিন এর ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য সঠিক স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। লিফলেট/সাইনবোর্ড টানিয়ে এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

গ) টেশিসের অভ্যন্তরে সৃজিত ফুল ও ফলের বাগানের ফুল ছেড়া/ গাছের ডালপালা না ভাঙ্গার বিষয়ে নির্দেশিকা সম্বলিত সাইনবোর্ড টানানো হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ:

(ক) কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং অন্যান্যদের মধ্যে শতভাগ আন্তরিকতা এবং সচেতনতার অভাব।

(খ) লোকবল সংকট রয়েছে।

সমস্যা নিরসন:

(ক) লোকবল সংকট নিরসনের মাধ্যমে উদ্যোগ বাস্তবায়ন।

(খ) আন্তরিকতা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার-প্রচারণা, সভা-সমাবেশের আয়োজন।

৭। বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা:

বিশুদ্ধ পানির সংস্থান এর পাশাপাশি এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। বিভিন্ন স্থানে উন্নত মানের ওয়াটার ফিল্টার স্থাপন করা হয়েছে এবং সঠিক প্রয়োগের জন্য নির্দেশিকা টানিয়ে দেয়া হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ:

চাহিদা অনুযায়ী প্রচুর ওয়াটার ফিল্টার স্থাপন করা এবং বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ।

সমস্যা নিরসন:

ওয়াটার ফিল্টার এর সংখ্যা বাড়ানো এবং সকলের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি।

৮। বৈদ্যুতিক অপচয় রোধ:

দাপ্তরিক কাজের শেষে কাজে ব্যবহৃত কম্পিউটার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি সঠিকভাবে বন্ধকরণ। কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাহাদের দাপ্তরিক কাজের শেষে কাজে ব্যবহৃত কম্পিউটার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি সঠিকভাবে বন্ধ করার প্রবনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

চ্যালেঞ্জ:

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সচেতনতা।

সমস্যা নিরসন:

দাপ্তরিক কাজের শেষে কাজে ব্যবহৃত কম্পিউটার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি সঠিকভাবে বন্ধ করার নির্দেশনা প্রদান এবং এর যথাযথ বাস্তবায়ন।

(ফখরুল হায়দার চৌধুরী)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক